ভোরের কাগজ

APR. 02 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাউবির ছাত্রছাত্রীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অনিশ্চয়তা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর অধীন ১৯৯৯ সালে এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০১ সালে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবারও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। তারা আদৌ এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না তা এখনো অস্পষ্ট। এদিকে পরীক্ষার ফরম পূরণ নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরীক্ষা শুরু হতে মাত্র দেড়-দুমাস বাকি। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে এসব ছাত্রছাত্রী বাউবির এসএসসি মার্কশিটের ভিত্তিতে যথারীতি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দুই বছর পড়াশুনা করেছে। অতঃপর কলেজের টেস্ট পরীক্ষার ভিত্তিতে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য মনোনীত হয়। কিন্তু দুই বছরের অধ্যায়নকাল, শ্রম ও অর্থ ব্যয় এবং পরীক্ষার ফরম পূরণ করার পর যখন তারা জানতে পারে, বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত কম্পিউটার শিটে তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই, অর্থাৎ বোর্ড তাদের রেজিস্ট্রেশন দেয়নি, তখন স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রছাত্রীসহ তাদের অবিভাবকমহলও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে জানান, ভর্তিকালীন সময় বাউবির এসএসসিধারী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির বিষয়ে কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে বাউবির এসএসসি এবং সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসির মান বৈষম্যের কারণে বোর্ড থেকে বাউবি এসএসসিধারীদের এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায়নি। তা হলে এটা স্পষ্ট যে, অবিলম্বে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির একটি সুষ্ঠু সমাধান না করলে এসব ছাত্রছাত্রী ২০০১ সালের আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের এসএসসি ইনভেলিড বলেও বোর্ডের কম্পিউটার শিটে উল্লেখ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার অধিকারকে সামনে রেখে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপের প্রতীক্ষা করছে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক মহল।

উল্লেখ্য, অবিলম্বে এ সমস্যার সমাধান না হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত যৌক্তিক প্রশ্নের কি জবাব দেবেন তাও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে যেমন-

। বাউবির এসএসসি তা হলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখবে? এ কি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়?

। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বাউবির এসএসসিকে সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের এসএসসির সমতুল্য বিবেচনা করা হলে এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তথা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমমান বিবেচনা করতে বাধা কোথায়?

। বাউবিতে ২ বছর ও কলেজে ২ বছর- সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ৪ বছরের ত্রিমাত্রিক (সময় শ্রম ও অর্থ) ক্ষতির দায়ভার কে বহন করবে- বাউবি? শিক্ষাবোর্ড, কলেজ কর্তৃপক্ষ? নাকি সরকার?

। বাউবির এসএসসি যদি সাধারণ শিক্ষবোর্ডের এসএসসির সমমানের নাই হবে তা হলে এটা চালু করা হয় কিসের ভিত্তিতে এবং এখনো পর্যন্ত চালু আছে কেন?

। বাউবি, শিক্ষাবোর্ড ও কলেজ কর্তৃপক্ষ মিলে ছাত্রছাত্রী ও অবিভাবকদের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মাধ্যমে তাদের ক্ষতিসাধনের আসল উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

উদ্ভূত সমস্যার আশু সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কাছে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করছি।

সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের পক্ষে

মোঃ মোরশেদ কামাল